Good Evening

7:07PM

৪৬তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার: ০৩

টপিক:

প্রধান ধারণা ও মতবাদ: জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নব্য উপনিবেশবাদ, উত্তর আধুনিকতাবাদ, বিশ্বায়ন ও নয়া বিশ্বব্যবস্থা।

বৈশ্বিক পরিবেশ: পরিবেশগত ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু অভিযোজন ও জলবায়ু কূটনীতি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

✆ 09666775566
www.uttoron.academy

একটি উদ্ভাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

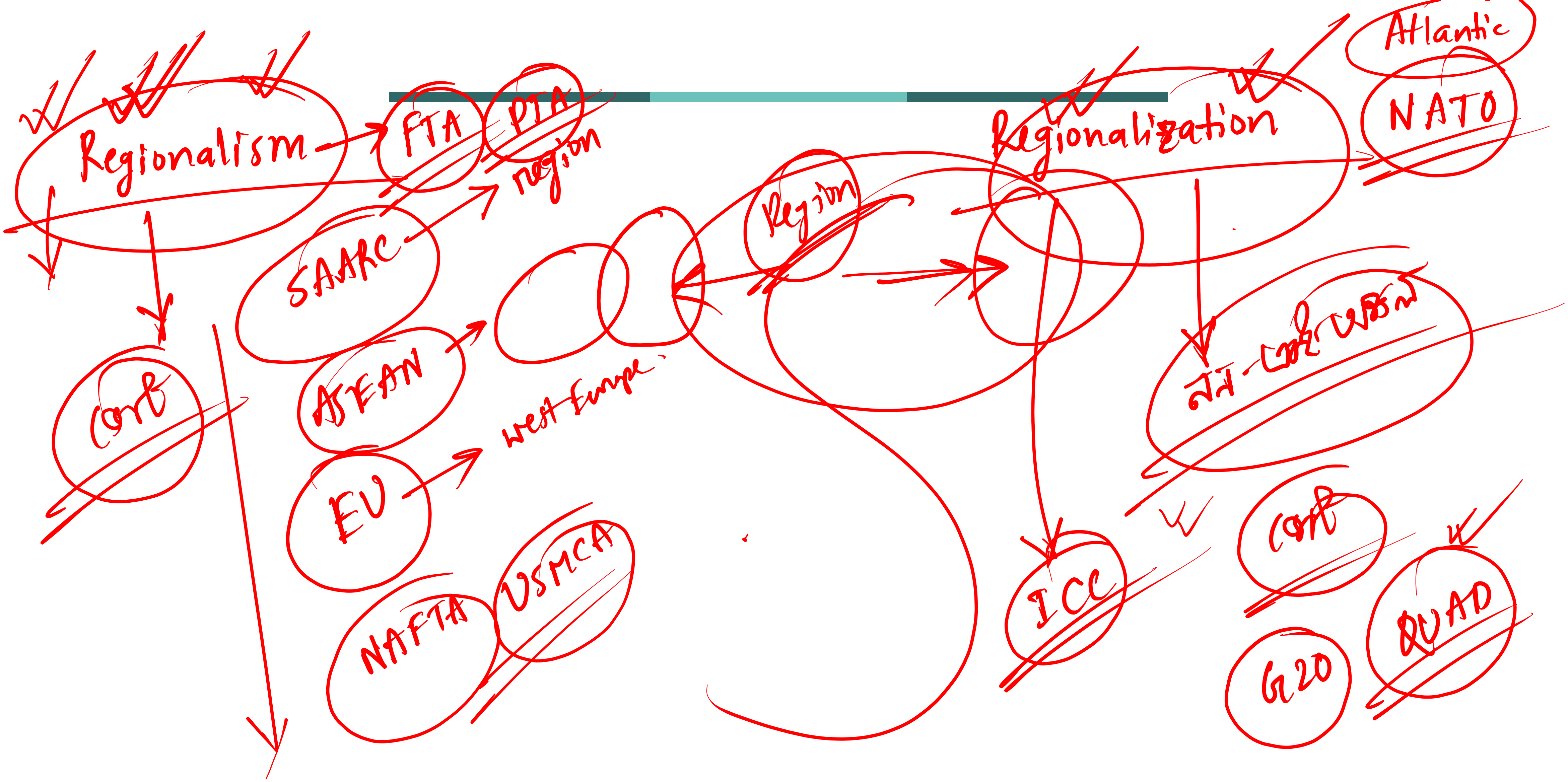
Regionalism
FTA
PTA
region
SAARC
ASEAN
EU
west Europe
NAFTA
USMCA
Cont
Region
Regionalization
Atlantic
NATO
নন
ICC
Cont
G20
QUAD

Balance of power;

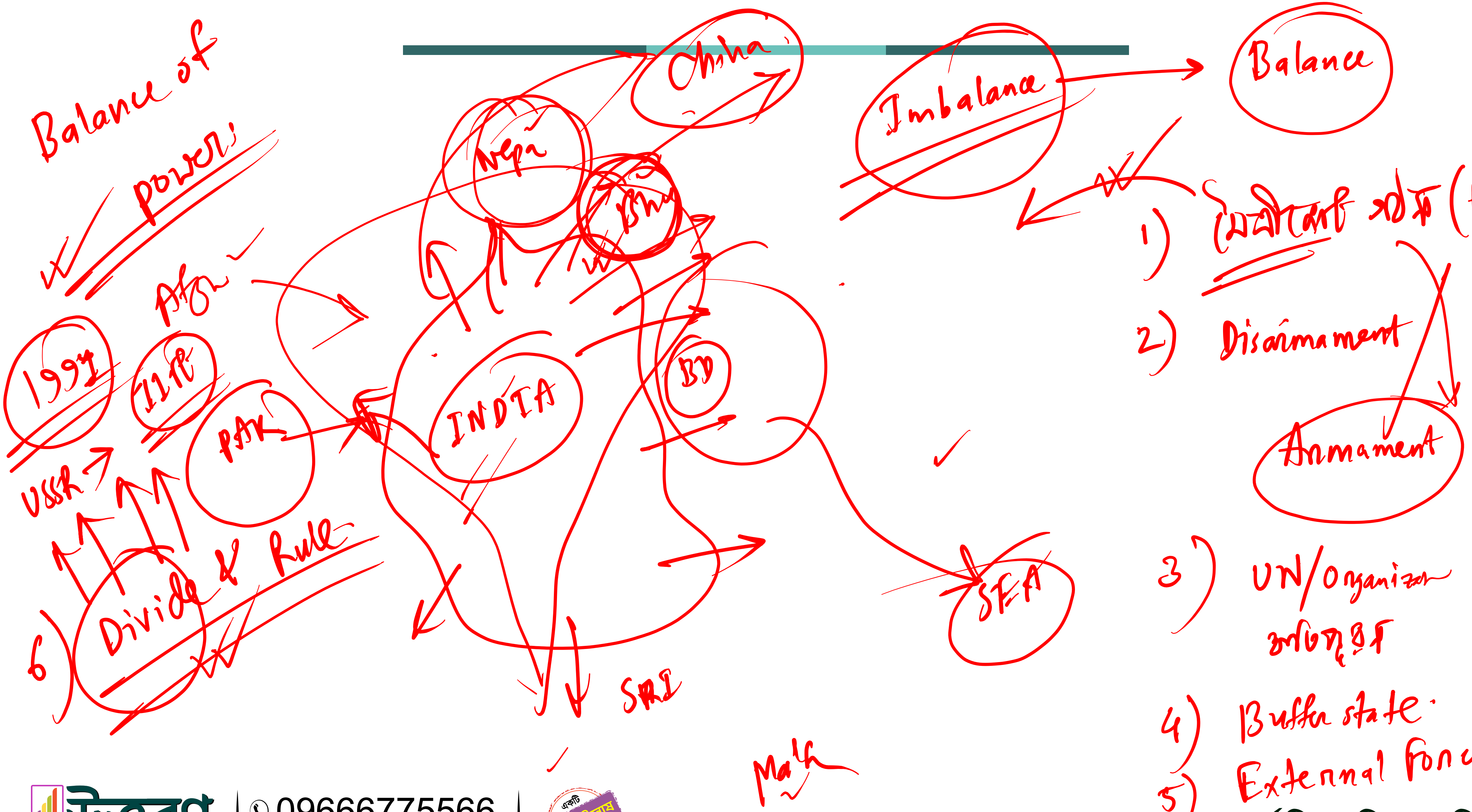
China
Nepa
Bhu
INDIA
BD
PAK
Afgh
1991
11/9
USSR
6) Divide & Rule
SEA
SRI
Mal
Imbalance
Balance
Armament

1) মৈত্রীচুক্তি সন্ধি (Pact)
2) Disarmament
3) UN/Organizan অভিভাবক
4) Buffer state.
5) External force.

MFN

Most Favoured Nation

WTO

বিশেষ/বৈষম্য

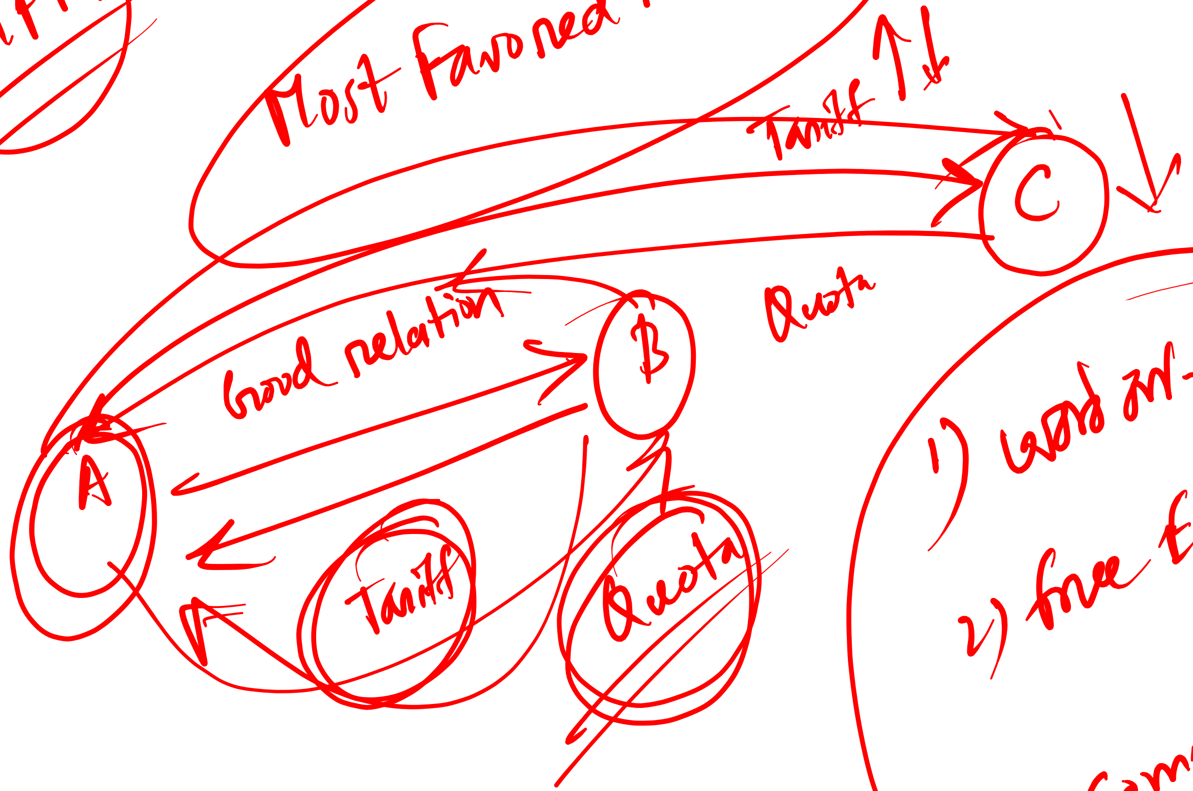
Tariff ↑↓
C
Good relation
B
Quota
A
Tariff
Quota

1) বৈষম্য [illegible]

2) free Economy,

3) Competition even

Sanction → [illegible] → Specific country

1) Short time frame

2) Economic/Trade/ Investment

3) Easy Easily [illegible]

4) 2004 → Iran → USA/UK → IAEA → UN
Iran → WMD → Economic
2003 → Iraq

Embargo - অবরোধ

1) Longer time period (Extreme)

2) Extreme sanction.

3) Political/Econom/All out Embargo.

4) 1960 → Cuba
3 দশক
North korea

MNC

1) নিজের একল দেশেই ব্যবসায়

2) Centre

3) Labor → ঐ দেশেই

TNC

1) সীমানাহীন কোম্প

2) Centre →

3) Labor → central country =

Naico, Chevron

যেখান থেকে খুশি

Chapter-4 → 1 Question → X

India → Multi-Nation State

Nationalism :

জাতি

Abstract

1990 / 95 / 2000

1757 → East India

Nationalism

→ উগ্রজাতীয়তাবাদ

Extension

Expansion

সাম্রাজ্যবাদ

জাতীয়তাবাদ

- নিজেকে কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা। অর্থাৎ, সেই জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিকাশ, অগ্রগতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ- সামাজিক রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে একাত্মবোধ করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতির এই মূল্যবোধ স্বকীয়তার রক্ষা ও বিকাশে বিশ্বাসী হওয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে। জাতীয়তাবাদ মূলত ইউরোপীয় ধারণা।

- অধ্যাপক লাস্কির মতে, "জাতীয়তাবাদ সাধারণ ভাবে এক ধরনের মানসিকতা। এটি দু'ধারায় পরিপূর্ণ- একটি পুরনো স্মৃতি সম্পদ এবং অন্যটি পরস্পরের একত্রে বসবাস করার সম্মতি।"

- Hans Kohn এর মতে, "জাতীয়তাবাদ মূলত একটি মানসিক অবস্থা, যা এক প্রকার সচেতনতা"

- L. L. Sryder এর মতে, "জাতীয়তাবাদ একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী মানুষের/ জনসমষ্টির মানসিকতা, অনুভূতি ও চিন্তা চেতনার ফল।"

- বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী আরনল্ড টয়েনবির মতে, "জাতীয়তাবাদ কোনরূপ বস্তুগত বা যান্ত্রিক কিছু নয়, বরং তা প্রাণবন্ত মানুষের আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি"।

☐ জাতীয়তাবাদের বৈশিষ্ট্য:

- ✓ নিজেদের মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ।
- ✓ বিশ্বের অন্যান্য জনসমাজ থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধ।

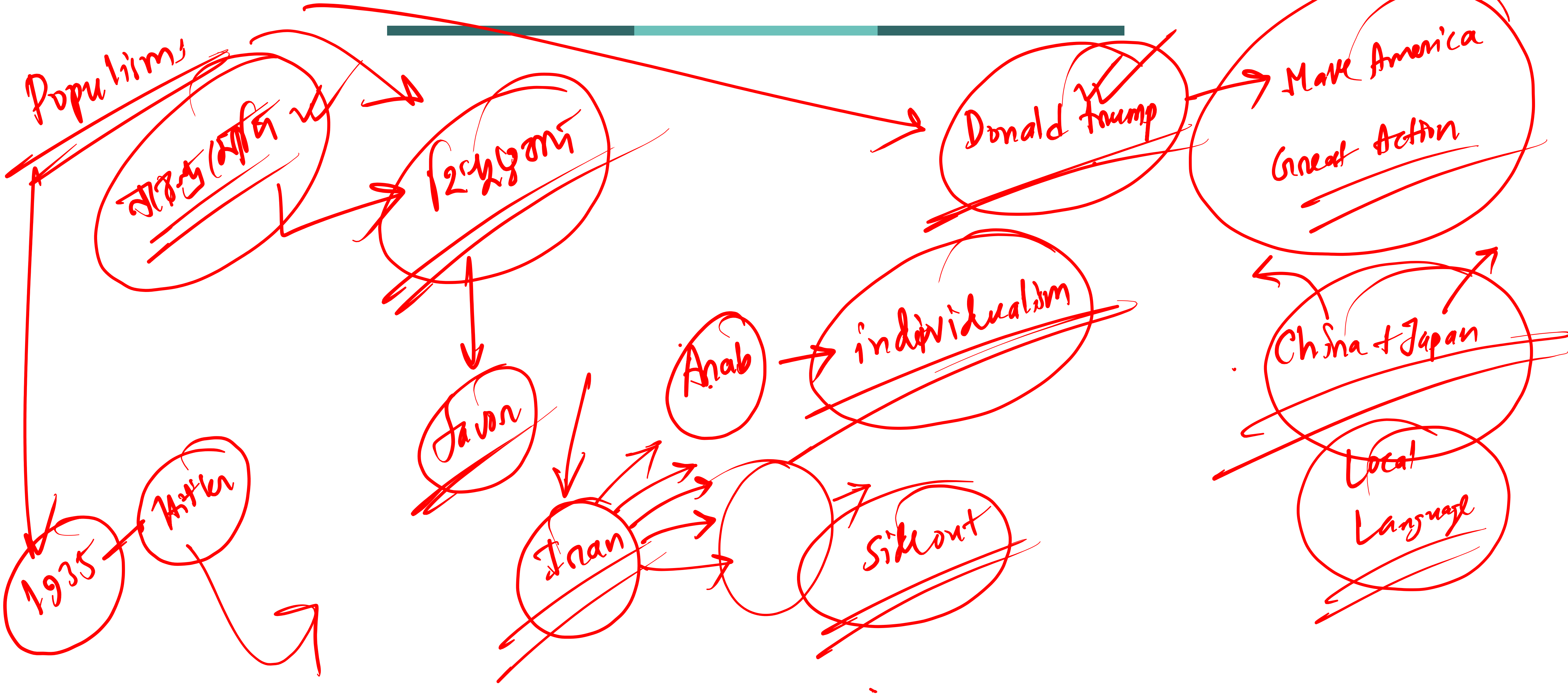
Populism
নরেন্দ্র মোদি
হিন্দুত্ববাদ
Donald Trump
Make America Great Action
Japan
Arab
individualism
China + Japan
Iran
Silent
Local Language
1935
Hitler

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

জাতীয়তাবাদ বলতে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিশেষ ঐক্যানুভূতিকে বোঝায় যার দ্বারা এর অন্তর্গত জন সমষ্টিকে বাকি মানব সমাজ থেকে সহজেই পৃথক করা যায়। ঐক্যের এই অনুভূতি ওই বিশেষ জনগোষ্ঠীর সুদীর্ঘকালের সাধারণ ও সর্বজনীন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও একত্রে বসবাস থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে।

নিজেকে কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা, সেই জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বিকাশ, অগ্রগতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক , রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে একাত্মবোধ করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতির ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, স্বকীয়তা রক্ষা ও বিকাশে বিশ্বাসী হওয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে। ১৭৭০ দশকের শেষের দিকে জোহান গটফ্রাইড হারভার ‘জাতীয়তাবাদ’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

- হ্যান্স কোঁ বলেন, “Nationalism is first and foremost a state of mind, an act of consciousness”
- **প্যাডেলফোর্ড ও লিংকন বলেন**, “জাতীয়তাবাদ দুটি উপাদানের সংমিশ্রণ বিশেষ। একটি জাতীয়তার ধারণা সম্পর্কিত আদর্শবাদ, আর অন্যটি জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ঐ আদর্শবাদকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপদান।”

জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

ভৌগোলিক ঐক্য

বংশগত ঐক্য

ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য

ধর্মীয় ঐক্য

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্য

রাজনৈতিক ঐক্য

ভাবগত ঐক্য

বৈশাখী মেলা

অনুভূতি প্রবণ

জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক

জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক দিক	জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক দিক
✓ পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহ দান করে; ✓ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে; ✓ জনগণের মধ্যে দেশপ্রেম বৃদ্ধি করে; ✓ দলমত নির্বিশেষে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে;	✓ দ্বন্দ্বের বিস্তার করে; ✓ সাম্রাজ্যবাদের আশঙ্কা তৈরি করে; ✓ নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অগণতান্ত্রিক ধারণার জন্ম দেয়; ✓ বিশ্বশান্তির বিঘ্ন ঘটায়; ✓ অন্ধ জাতীয়তাবাদ নাগরিকদের মধ্যে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে; ✓ বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎসাহ দেয়; ✓ জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে; ✓ সংস্কৃতি বিকাশে বাধা দেয়। ✓ বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিপন্থী।

বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদ

- **খাদ্য জাতীয়তাবাদ:** প্রাকৃতিক দুযোর্গ বা যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে কোনো দেশে খাদ্য উৎপাদন কম হলে বা খাদ্য সংকট দেখা দিলে কোনো রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের জনগণের কথা চিন্তা না করে নিজ রাষ্ট্রের জনগণের খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করে রাখে এবং খাদ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেয় তখন তাকে খাদ্য জাতীয়তাবাদ বলে।

বিভিন্ন ধরনের জাতীয়তাবাদ

- **ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ:** যখন কোনো দেশের সরকার অন্য দেশকে সুযোগ না দিয়ে নিজ দেশের জন্য ভ্যাকসিন নিশ্চিত করে ফেলে, তখন তাকে ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ বলে।

জাতীয়তাবাদের বিপরীত ধারণা হলো আন্তর্জাতিকতাবাদ। এটি এমন এক রাজনৈতিক দর্শন বা মতবাদ যা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে পারস্পরিক সংহতি, নির্ভরশীলতা এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে।

আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা দূর করে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও বিশ্ব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে মনোনিবেশ করে। গণতন্ত্রের বিকাশে আন্তর্জাতিকতাবাদ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও বিশ্বায়ন, অবাধ বাণিজ্য ও মুক্ত বাজার অর্থনীতির ধারণা এসেছে এই আন্তর্জাতিকতাবাদ হতেই। জাতীয় স্বার্থের সাথে মানুষ যখন বিশ্বমানবের কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি যত্নবান হয় তখনই তা আন্তর্জাতিকতাবাদে রূপ লাভ করে।

জাতীয়তাবাদ যেখানে নির্দিষ্ট কোনো জাতির কল্যাণ, মর্যাদা ও সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে চিন্তা করে, আন্তর্জাতিকতাবাদ সেখানে সমগ্র বিশ্বব্যাপী মানব জাতির চিন্তায় মগ্ন। উগ্র বা বিকৃত জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী। কিন্তু সুস্থ জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী নয়। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ একে অপরের পরিপূরক। তত্ত্বগতভাবে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আন্তর্জাতিকতাবাদে জাতীয়তাবাদ বিলুপ্ত হয় না। আন্তর্জাতিকতা সকল জাতির স্বকীয়তা বজায় রেখে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ যখন সঠিক পথে পরিচালিত হয় তখন একে অপরের সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পার্থক্য

বিষয়বস্তু	জাতীয়তাবাদ	আন্তর্জাতিকতাবাদ
১. সংজ্ঞা	জাতীয়তাবাদ হলো একটি মানসিক চেতনা যার ফলে এক জাতি অন্য জাতি থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে।	আন্তর্জাতিকতাবাদ হলো মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন যা বৈষম্য দূর করে বিশ্বের সকল মানুষকে সমান ভাবতে সাহায্য করে।
২. গুরুত্ব	জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে।	বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করে।
৩. সাম্রাজ্যবাদ	জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্টি করে। উগ্র জাতীয়তাবাদের ফলাফল হলো সাম্রাজ্যবাদী চেতনা।	আন্তর্জাতিকতাবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে।
৪. সভ্যতার বিকাশ	জাতীয়তাবাদ সভ্যতা বিকাশে প্রতিবন্ধকস্বরূপ।	আন্তর্জাতিকতাবাদ সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রযাত্রার মূল ভিত্তি।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের পার্থক্য

বিষয়বস্তু	জাতীয়তাবাদ	আন্তর্জাতিকতাবাদ
৫. গণতন্ত্রের বিকাশ	জাতীয়তাবাদ গণতান্ত্রিক ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ, জাতীয়তাবাদ সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী নয়।	আন্তর্জাতিকতাবাদ সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী।
৬. বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতি	জাতীয়তাবাদ বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির বিরোধী।	আন্তর্জাতিকতাবাদ বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণার প্রবর্তন করেছে।
৭. সংস্কৃতির বিনিময়	জাতীয়তাবাদ ভৌগোলিক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে থাকে বলে সংস্কৃতির বিনিময়ে পথ রুদ্ধ থাকে।	আন্তর্জাতিকতাবাদ সংস্কৃতি বিনিময়ের মাধ্যমে উন্নত করে।
৮. দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ	জাতীয়তাবাদ জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব ও সন্দেহের উদ্রেক করে।	আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতিসমূহের মধ্যে বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্পর্ক স্থাপন করে।

Imperialism:

Greek Empire
Roman Empire
Persian Empire
Ottoman Empire

Muslim Empire
Spain

France
Spain
Portugal
England/UK
Netherlands
Belgium
USA
Japan

H.G wells
Megasthaen

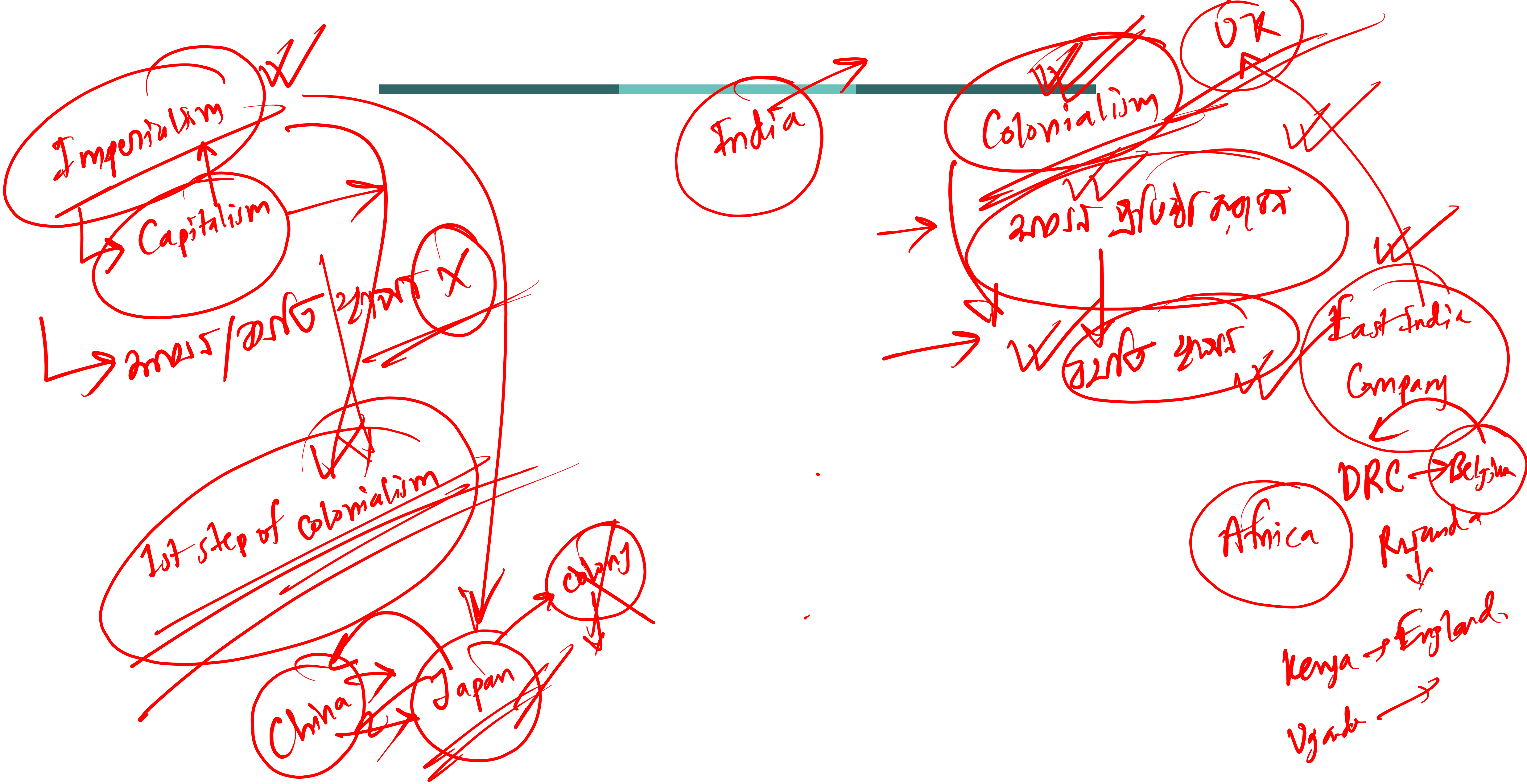
Imperialism
Capitalism
সমাজ/জাতি স্থাপন
X
1st step of colonialism
China
Japan
Colony
India
UK
Colonialism
সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন
জাতি স্থাপন
East India Company
DRC
Belgium
Africa
Rwanda
Kenya → England
Uganda

Neo-Imperialism

(China)

i) Debt crisis / Trap

ii) Investment

iii) Cooperation MoU

iv) Cultural Aggression

WW -ve Dutch Disease

1960

Oil

Agriculture

5 minute

Neo-Colonialism

i) Economic (Market)

ii) Military Cooperation

QUAD

iii) Military Base

iv) Puppet State

Bhutan

India

Bahrain

5 minute break

New World Order:

1990 → স্নায়ুযুদ্ধের (USSR → পতন)

USA → Monopolarization

i) Cold War ending

ii) Monopolar

iii) Capitalism

iv) Democracy

v) political competition

1945 → UN → Colonialism

↓ নতুন মেরুকরণ

↳ USA + USSR → Bipolarization

NATO

Warsaw

Clash of the Civilization

1993

2018

Samuel P. Huntington → Clash of the Civilization

The next pattern of Conflict

i) Western

NATO

ii) China/ Confucious

iii) Buddhist

iv) Islamic

v) Hindu

vi) Slavix-Orthodox

vii) Latin American

viii) Africa

India

USA

China

Russia

2001

9/11

2001 → 2022

2003

2004

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)

‘সাম্রাজ্যবাদ’ শব্দটি কোনো নতুন ধারণা নয়। Imperialism বা সাম্রাজ্যবাদ কথাটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই রাজনৈতিক ইতিহাসে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধারণ অর্থে সাম্রাজ্যবাদ হলো সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। অপর রাষ্ট্র দখল করে বা জয় করে, সেই রাষ্ট্রের মানুষকে জোর করে বিদেশি শাসনাধীনে আনা এবং অর্থনৈতিকভাবে তাদের শোষণ করাই সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য।

➢ সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা

- **মরগ্যানথ্যু বলেন,** “কোনো রাষ্ট্র কর্তৃক নিজ সীমানার বাইরে অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের প্রচেষ্টাই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।”
- **এইচ. জি. ওয়েলস বলেন,** “সাম্রাজ্যবাদ হলো একটি সচেতন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা।”
- **ভি. আই. লেনিন- এর মতে,** “Imperialism: The Highest Stage of Capitalism.”
- **কাল কাউৎস্কির- এর মতে,** “সাম্রাজ্যবাদ হলো অতি উচ্চ পর্যায়ের শিল্পোন্নত পুঁজিবাদের ফসল।”

সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন, পর্তুগাল, জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে বিশ্বের অর্ধেক ভূখণ্ড এদের অধীন ছিল। ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছিল বৃহত্তর। আফ্রিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রাণকেন্দ্র।

নয়া সাম্রাজ্যবাদ (Neo-Imperialism)

সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক স্তর হলো নয়া সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদী শাসন হতে মুক্ত দেশগুলোকে নতুন কৌশলে শোষণ করার জন্য নতুন সাম্রাজ্যবাদী মডেল আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন আর কোনো রাষ্ট্রকে শোষণ করার জন্য সেই রাষ্ট্রকে দখল করতে হয় না। কোন রাষ্ট্রের খনিজ সম্পদ, জ্বালানিখাত, আর্থিকখাত, বাণিজ্যখাত প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সেই রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য করা সম্ভব।

➢ নয়া সাম্রাজ্যবাদের কৌশল

- ঋণ প্রদান কর্মসূচি
- মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাণিজ্য উদারীকরণ
- সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন
- তাবেদার সরকার গঠন
- সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

উপনিবেশবাদ (Colonialism)

উপনিবেশবাদের সংজ্ঞা

- **জে.এ. হবসন- এর মতে,** “সঠিক অর্থে উপনিবেশবাদ হলো জাতীয়তাবাদের একরূপ স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ বা সম্প্রসারণ। যে নতুন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে উপনিবেশবাদীরা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তাদের নিজস্ব সভ্যতাকে অনুপ্রবেশ করার যে ক্ষমতা তারা ভোগ করেন, তাই উপনিবেশবাদের নির্ধারক শক্তি হিসেবে কাজ করে।”

- **রবার্ট ইয়ং এর মতে,** “Colonialism is simply the development for settlement or commercial intentions. However, colonialism still includes invasion.”

উপনিবেশবাদের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি/কারণ/অভিপ্রায়

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনে নানাবিধ বাস্তব কারণ বিদ্যমান থাকে। যার কারণে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশ স্থাপনে প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে, এ কারণগুলোর মধ্যে উপনিবেশবাদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি অন্তর্নিহিত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

- **জাতীয় শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি**
- **অর্থনৈতিক সুবিধা**
- **শাসন ক্ষমতার বিস্তার**
- **রাজনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ**
- **জাতীয় প্রতিরক্ষা ও সামরিক সুবিধা**
- **অতিরিক্ত জনসংখ্যার পুনর্বাসন**
- **সাংস্কৃতিক পুনর্বিন্যাস**
- **ধর্ম প্রচার**
- **শ্রেণিবিভেদ**

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মধ্যে পার্থক্য

সাম্রাজ্যবাদ	উপনিবেশবাদ
✓ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর হলো সাম্রাজ্যবাদ। পুঁজিবাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্যই সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি।	✓ উপনিবেশবাদ হলো অন্য রাষ্ট্রের জনগণের উপর দীর্ঘ সময় ধরে শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা বজায় রাখার ব্যবস্থা।
✓ সাম্রাজ্যবাদ একটি ধারণা (Concept)।	✓ উপনিবেশবাদ একটি কর্ম (Action)।
✓ সাম্রাজ্যবাদে বসতি স্থাপন মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। বসতি স্থাপন করে বা না করে তাদের সাম্রাজ্য টিকে রাখে।	✓ উপনিবেশবাদে বসতি স্থাপনের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা টিকে রাখে।
✓ অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট।	✓ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত।
✓ এটি উপনিবেশবাদের প্রাথমিক স্তর।	✓ এটি সাম্রাজ্যবাদের বহিঃপ্রকাশ।
✓ এরা দখলীকৃত রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল অবস্থান করে না। এক সময় নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে।	✓ এরা দখলীকৃত রাষ্ট্রে দীর্ঘকাল অবস্থান করে।
✓ দখলীকৃত রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তন না করেও তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে।	✓ দখলীকৃত রাষ্ট্রের কাঠামো সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে।
✓ দখলীকৃত রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল গঠন করে না এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন করে না।	✓ দখলীকৃত অঞ্চলে রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন করে।
✓ সাম্রাজ্যবাদ প্রাচীন ধারণা। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য থেকে এই ধারণার প্রচলন শুরু হয়।	✓ উপনিবেশবাদ তুলনামূলক নতুন ধারণা। পনের শতাব্দীতে উপনিবেশবাদের সূচনা হয়।

নয়া উপনিবেশবাদ

সাম্রাজ্যবাদের সর্বশেষ ও আধুনিকতম রূপ হলো নয়া উপনিবেশবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী শাসন হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার পর বিশ্বে পুনরায় নতুন কৌশলে যে সাম্রাজ্যবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে, তাকেই নয়া উপনিবেশবাদ বলে আখ্যা দেওয়া যায়।

নয়া উপনিবেশবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মুক্তি প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করলেও পরোক্ষভাবে তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ জীবন, সামাজিক ব্যবস্থা, প্রযুক্তি সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

নয়া উপনিবেশবাদ (Neo-colonialism) শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ১৯৬০ এর দশকে ঘানার প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান কোয়ামে নক্রুমা।

➢ নয়া উপনিবেশবাদের প্রামাণ্য সংজ্ঞা

- **B.S. Cohn এর মতে,** “নব্য উপনিবেশবাদ হলো একটি দেশের উপর অন্য একটি দেশের যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব।”
- **কোয়ামে নক্রুমার মতে,** “Neo-Colonialism: The last stage of Imperialism.”

সুতরাং আমরা বলতে পারি, নয়া উপনিবেশবাদ হলো পরোক্ষ উপায়ে উন্নত দেশ কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার নয়া কৌশল।

নয়া সাম্রাজ্যবাদ/নব্য ঔপনিবেশিক শোষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

অর্থনৈতিক শোষণ

বাজার দখল

সামরিক জোট গঠন ও সামরিক চুক্তি সম্পাদন

সামরিক ঘাটি স্থাপন

পুতুল/ তাবেদার সরকার গঠন

শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ

উত্তর আধুনিকতাবাদ

- উত্তর আধুনিকতাবাদ ধারণাটির জন্ম ১৯৪০-১৯৫০ সময়কালে।
- যুদ্ধোত্তর কালীন সময়ে ফ্রান্সের কিছু দার্শনিক এই তত্ত্বটি আলোচনায় নিয়ে আসেন।
- আশির দশকের পর "উত্তর আধুনিকতাবাদ" ধারণাটি আন্তর্জাতিক সম্পর্কে অন্তর্ভুক্ত হয়।
- আধুনিক যুগে যেখানে বিশ্বজনীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, সেখানে উত্তর আধুনিকতাবাদে জোর দেয়া হয়েছে বহুত্ববাদের উপর।
- মূলত বৈচিত্র্য ও বিশৃঙ্খলাই হচ্ছে উত্তর আধুনিকতাবাদের বৈশিষ্ট্য।
- উত্তর আধুনিকতাবাদের মূল বিষয় হলো সকল ক্ষমতার জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের এবং সব জ্ঞানই বিদ্যমান ক্ষমতাকেন্দ্রিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল।
- ক্ষমতার বাইরে সত্য (Truth) বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

উত্তর আধুনিকতাবাদ

- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিজ্ঞজনেরা উত্তর আধুনিকতাবাদে ক্ষমতাকে সাধারণ সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে দেখানো চেষ্টা করেছেন।
- উত্তর আধুনিকতাবাদ আধুনিকতাবাদবিরোধী একটি দার্শনিক আন্দোলনের নাম।
- উত্তর আধুনিকতাবাদীদের মতে, আমরা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি আধুনিকতার কারণে।
- অবশ্য কোনো কোনো মহল, যেমন: দৃষ্টান্তবাদীরা এমন কিছু মনে করেন না।
- তাদের মতে, অবক্ষয় বিভিন্ন কারণে আসতে পারে, কিন্তু এর জন্য কেবল আধুনিকতাকে দোষারোপ করা যায় না।
- উত্তর আধুনিকতাবাদীরা জাতিরাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবোধ, জাতীয়সংস্কৃতি, জাতীয় ঐক্য ইত্যাদির বিরোধী।

উত্তর আধুনিকতাবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- শিল্পকলার নতুন ধারা
- শিল্পায়ন ও নগরায়নে দ্রুত প্রসার
- ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ
- শিক্ষার প্রসার
- আন্তর্জাতিক সম উন্নয়নের ধারণার বিকাশ
- আন্তর্জাতিকতাবাদের উদ্ভব
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রসার

বিশ্বায়ন

সমাজ বিজ্ঞানী রোনাল্ড রবার্টসন সর্বপ্রথম তাত্ত্বিকভাবে বিশ্বায়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। বিশ্বায়নকে নানাভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ব্যাখ্যা করা যায়। এটি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপর সীমাবদ্ধ নয় এবং একটি বিতর্কিত ধারণাও বটে। বিশ্বের প্রতিটি অংশের সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠা করা বিশ্বায়নের উদ্দেশ্য। তবে বিশ্বায়ন মূলত বাজার এবং অর্থনীতির সাথে জড়িত। এটি এমন এক বিশ্বের ধারণাকে তুলে ধরে যেখানে রাষ্ট্রীয় সীমানা বা জাতীয় সীমারেখার কোনো ভূমিকা থাকবে না। অর্থাৎ The world is open and free for all ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। যাই হোক, বিশ্বায়ন সম্পর্কে কয়েকজন তাত্ত্বিকের মত ও সংজ্ঞা প্রদান করা হলো।

- S. Judge Pramjit Ga এর মতে, "Globalization is the domination of capital making market."
- বিশ্বায়নের প্রথম তাত্ত্বিক রবার্টসনের মতে, "বিশ্বায়ন হলো সমগ্র বিশ্বের সংকোচন এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি।" (The compression of the world and the intensification of the consciousness of the world as whole.)
- সমাজ বিজ্ঞানী মার্টিন আলব্রো এবং এলিজাবেথ কিং এর মতে, "বিশ্বায়ন হলো এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে একটি একক বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ে আসার উদ্যোগ।"

বিশ্বায়নের মৌলিক দিক

- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বিশ্বায়নের ৪টি মৌলিক দিক আলোচনা করেছেন। যথা-

বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের প্রসার

বিশ্বব্যাপী পুঁজির বিকাশ ও বিনিয়োগ সঞ্চালন

বিশ্বব্যাপী শ্রমের গতিশীলতা

বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতি

বিশ্বায়নের মূল চালিকা শক্তি

- তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশ
- মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও অবাধ বাণিজ্য নীতি
- পুঁজি ও বিনিয়োগ সঞ্চালন
- সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমতা
- জাতি রাষ্ট্রগুলোর সীমানা উন্মুক্তকরণ
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ
- জ্ঞান বিতরণ
- রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন

বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব

- তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ
- ঐক্যবদ্ধতা
- কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান
- ব্যক্তি স্বাধীনতার উদ্ভব
- গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান প্রদান বৃদ্ধি
- বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- বাণিজ্যের প্রসার
- ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ
- মানব সভ্যতার বিকাশ

বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব/ তৃতীয় বিশ্বে/দরিদ্র দেশসমূহে বিশ্বায়নের প্রভাব

অসম প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্যব্যবস্থা

ব্যাপক ধনবৈষম্যের সৃষ্টি

প্রকট ঋণ ও বাণিজ্যসংকট

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমস্যা

আন্তর্জাতিক সাহায্য হ্রাস

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সম্প্রসারণ

নয়া বিশ্বব্যবস্থা

স্নায়ু যুদ্ধকালীন বিশ্ব ব্যবস্থা আবর্তিত হয়েছে দুই পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে। স্নায়ু যুদ্ধের বাস্তবতা উপলব্ধি করে যুক্তরাষ্ট্র তার চিরাচরিত বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি 'Policy of Isolation' তথা 'Monro Doctrine' থেকে সরে এসে 'Policy of containment' বা 'Trueman Doctrine' গ্রহণ করেন। যার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে পুরো ইউরোপ জুড়ে প্রতিহত করা এবং ইউরোপে কম্যুনিস্ট আগ্রাসন প্রতিহত করা। এই জন্য ইউরোপীয় দেশগুলোকে 'Marshall plan' এর আওতায় প্রচুর অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে। আর সামরিক প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয় NATO, CENTO আর এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে তোলে WARSHAW Pact. কিন্তু ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। জর্জ ওয়াকার বুশ যার নাম দিয়েছেন New World Order বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা।

❑ নয়া বিশ্বব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

• স্নায়ু যুদ্ধের অবসান ঘটেছে।	• গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটেছে।
• একমেরু বিশ্ব ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে।	• সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলুপ্তির পথ প্রশস্ত হয়েছে।
• আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে।	• বিশ্ব রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা হ্রাস পেয়েছে।
• পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে।	

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব পরিবেশ যে সকল হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে –

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি

ওজোনস্তর ক্ষয়

মরুকরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি

জীববৈচিত্র্য ধ্বংস

নদীর গতিপথ পরিবর্তন
ও সমুদ্রের লবণাক্ততা বৃদ্ধি

পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি

জলবায়ু শরণার্থী

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নিজ বাসস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত জনগোষ্ঠীকে জলবায়ু শরণার্থী বলা হয়। ২০০০ সালের পরবর্তী সময় থেকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নসহ নানাবিধ জলবায়ু সমস্যা বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে ‘জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যাও।

➢ কারণ

- **বছরজুড়ে গড় তাপমাত্রার বিশাল পরিবর্তন**
- **উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা, ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে নিরাপদ পানির সংকট**
- **জমিগুলোর উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ার দরুন তীব্র খাদ্য সংকট**
- **অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা ইত্যাদি**

❑ বাংলাদেশে প্রভাব

নিউইয়র্ক টাইমসের করা অনুসন্ধানী এক রিপোর্টে উঠে এসেছে, ক্রমবর্ধমান এই লবণাক্ততা বাংলাদেশের ১৫ লাখ উপকূলীয় মানুষকে তাদের বাসস্থান থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছে, যাদের বেশিরভাগই রাজধানী ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছে। পৃথিবীজুড়ে ‘জলবায়ু শরণার্থী’র বেশিরভাগই হতে যাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে।

জলবায়ু কূটনীতি

ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে নিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো জলবায়ু কূটনীতি। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে জলবায়ু কূটনীতি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহ, যারা জলবায়ু দূষণ ও পরিবর্তনে অধিকতর ভূমিকা রাখছে, তাদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে সাহায্য করাই বর্তমানে জলবায়ু কূটনীতির প্রধান লক্ষ্য।

Climate

i) Risk analysis

ii) vocal

one to one communi

([illegible])

Loss & Damage

2015

Champion of the Earth

Chamma

V20

Carbon Trade

i) Developed countries - define

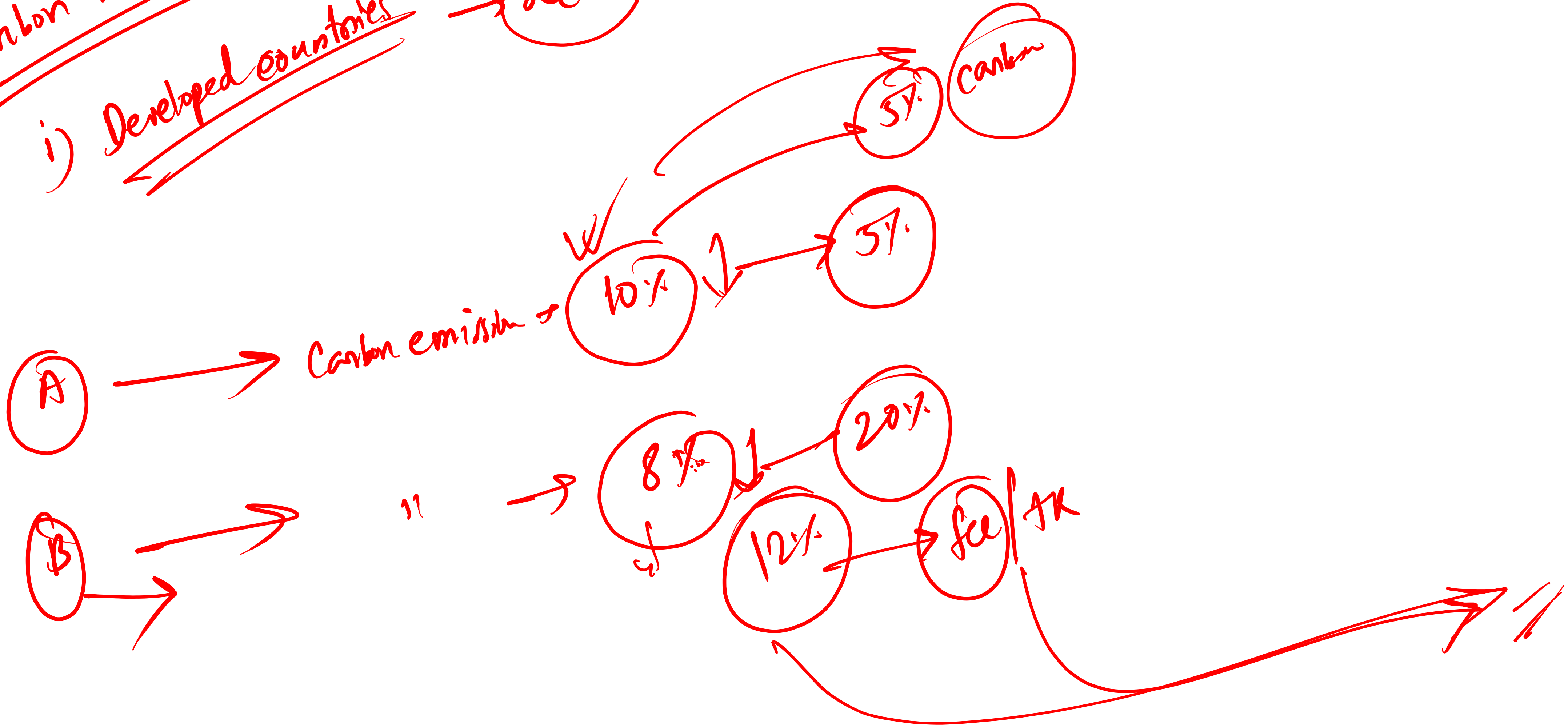
5%
carbon
10%
5%
A
Carbon emission
B
''
8%
20%
12%
fee
1K

A → ~~5% কম~~ → ~~Bad~~

B → 12% বেশি → 12 tk → Bad

আমার আয়ের
টাকা আছে।

100 tk

88 tk

~~Trap~~

~~Carbon Tax~~

Internal খরচ

BD → tax

~~Finland~~

~~2012 Australia~~

গ্রিন হাউজ

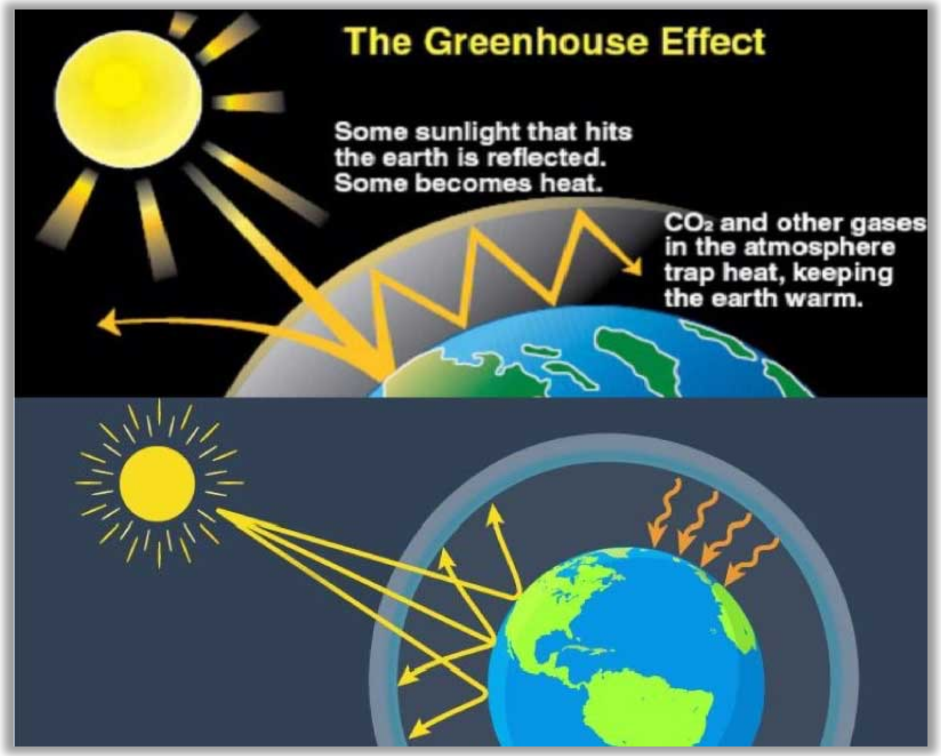
The Greenhouse Effect
Some sunlight that hits the earth is reflected. Some becomes heat.
CO₂ and other gases in the atmosphere trap heat, keeping the earth warm.

গ্রিন হাউজ

☐ গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহ

ক. কার্বন ডাই অক্সাইড – CO_2 খ. মিথেন- CH_4 গ. জলীয় বাষ্প – H_2O

ঘ. ওজোন গ্যাস- O_3 ঙ. নাইট্রাস অক্সাইড – N_2O এই গ্যাসগুলোকে সামগ্রিকভাবে গ্রিন হাউজ গ্যাস বলা হয়।

কার্বন ডাই অক্সাইড – CO_2

মিথেন- CH_4

জলীয় বাষ্প – H_2O

ওজোন গ্যাস- O_3

নাইট্রাস অক্সাইড – N_2O

গ্রিন হাউজ

❑ গ্রিন হাউজ ইফেক্টের কারণ

যে পরিবেশে মানুষ বসবাস করছে তাই ধ্বংস করছে মানুষ। বিভিন্ন কারণে গ্রিন হাউজ ইফেক্ট বা প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। নিম্নে কারণগুলো উল্লেখ করা হলো—

অরণ্য নিধন (Deforestation)

জীবাশ্ম জ্বালানির অবাধ ব্যবহার

অতিরিক্ত কার্বন অবমুক্তকরণ

কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল, গ্যাসোলিন প্রভৃতির অসম্পূর্ণ দহন

গ্রিন হাউজ

☐ পরিবেশ ও কৃষিতে গ্রিন হাউজ গ্যাসের প্রতিক্রিয়া

✓ বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়বে	✓ কৃষি উৎপাদন হ্রাস করবে
✓ ওজোন গ্যাস হ্রাস পাবে	✓ অতিবৃষ্টি ও এসিড বৃষ্টির প্রকোপ বাড়বে
✓ মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাবে	✓ নিয়মিত বনাঞ্চল ধ্বংস হবে
✓ সামুদ্রিক জলের আয়তন প্রসারিত হবে	✓ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাবে
✓ IDP বা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত জনসংখ্যা ও জলবায়ু শরণার্থী বাড়বে	✓ নিম্নভূমির বনাঞ্চল তলিয়ে যাবে
✓ মিঠা পানিতে লোনা পানির প্রবেশ ঘটবে	✓ বাস্তুসংস্থানের বিপর্যয় ঘটবে

ওজোনস্তর ক্ষয়

নীল রংয়ের মেছোগন্ধযুক্ত গ্যাসীয় পদার্থই হলো ওজোন। তিনটি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে একটি ওজোন অনুগঠিত হয়। তাই ওজোনকে অক্সিজেনের রূপভেদ বলা যেতে পারে। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে স্কোনবি (Sconbein) সর্বপ্রথম ওজোনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। গ্যাসটি বিশিষ্ট গন্ধের জন্য নামকরণ করা হয় ওজোন (গ্রীক ওজো OZO কথার অর্থ to smell)। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে প্রাকৃতিক কারণে অক্সিজেন এবং অক্সিজেন পরমাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাস উৎপন্ন হয়, কিন্তু ট্রপোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ারে কখনোই ওজোন উৎপন্ন হয় না। আবার স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে সর্বত্র ওজোনের ঘনত্ব সমান নয়। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ১৫-৩৫ কি. মি. উচ্চতার মধ্যে ওজন গ্যাসের ঘনত্ব সর্বাধিক। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে সীমাবদ্ধ ওজোন গ্যাসের এই পুরো আবরণ (চাদর) কে ওজোন স্তর বা Ozon Layer বলে।

গ্যাসের এ স্তর সূর্য থেকে আগত বিভিন্ন ক্ষতিকর রশ্মি যেমন, গামা রশ্মি ইত্যাদি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশে বাধা প্রদান করে। CFC সহ আরো কিছু গ্যাস ওজোন গ্যাসের পরমাণু গঠন ভেঙ্গে দেয়। বায়ুমণ্ডলে CFC ও এ ধরনের অন্যান্য গ্যাস বৃদ্ধির ফলে ওজোন স্তরের ক্ষয় হয়। ফলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি সহজে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে। যা মানুষ ও পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ওজোন স্তর ক্ষয় রোধ করার জন্য বিশ্বব্যাপী সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ১৯৮৭ সালে ওজোন স্তর ক্ষয় রোধকল্পে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

স্টকহোম সম্মেলন

প্রথম পরিবেশ সম্মেলন

১৯৬৮ সালের ৩০ জুলাই জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ECOSOC)-এর ৪৫তম অধিবেশনে এবং ১৯৬৮ সালের ৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৩তম অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রথম পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের নাম ছিল জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment)। বিশ্ব পরিবেশবাদ আন্দোলন স্টকহোম কনফারেন্স একটি মাইলফলক। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে পরিবেশকে সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনীতির বৃহৎ পরিসরে দেখার সুযোগ করে দেয়। স্টকহোম কনফারেন্সের ফলে বিশ্বে পরিবেশগত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় ,এমনকি অনেক দেশে জাতীয় পরিবেশ কর্ম-পরিকল্পনা বা নীতি গ্রহণ করা হয়।

এ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭২ সালে UNEP (United Nations Environment Programme) গঠন করা হয়। একই বছর UNEP কর্তৃক ৫ জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে এ দিবসটি যথারীতি পালন হয়ে আসছে।

মন্ট্রিল সম্মেলন, ১৯৮৭

১৯৮৭ সালে মন্ট্রিলে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ওজোনস্তর বিনষ্টকারী দূষিত রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

❑ ধরিত্রী সম্মেলন, ১৯৯২

জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনিরোতে ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৫টি দেশের সাড়ে তিন হাজার প্রতিনিধি এতে অংশ নেয়। সম্মেলনে ১৯৭২ সালের ১৬ জুন স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ মানব পরিবেশ সংক্রান্ত সম্মেলনের ঘোষণার প্রতি পুনঃসমর্থন ব্যক্ত করা হয়। রিও ডি জেনিরোতে সম্মেলনে ২৭টি নীতিমালা অনুমোদিত হয়। তন্মধ্যে মুখ্য নীতিমালাগুলো হচ্ছে –

- ✓ টেকসই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবে মানব সম্পদ।
- ✓ রাষ্ট্রসমূহ বিশ্ব অংশীদারিত্বের চেতনায় বিশ্বের পরিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে সুস্থতা ও পূর্ণতা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করবে।
- ✓ পরিবেশের অবক্ষয় বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো বস্তু বা কার্যক্রম একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিরুৎসাহিত ও প্রতিরোধে রাষ্ট্রসমূহ কার্যকরী সহায়তা প্রদান করবে।
- ✓ রাষ্ট্রসমূহ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যাপক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধরিত্রী সম্মেলন +১০, ২০০২

২০০২ সালের ২৬ আগস্ট-৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে দ্বিতীয় বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন বা বিশ্ব টেকসই সম্মেলন ২০০২ অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশকে ক্ষতি না করে বিশ্বকে টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে এ সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পাঁচটি সেবামূলক ক্ষেত্র- পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, কৃষি উৎপাদনশীলতা ও জীববৈচিত্রের মতো ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এ শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনার জন্য চিহ্নিত করেন। এ সম্মেলনে আরো যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলো:

- ✓ জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষা।
- ✓ জীবন রক্ষাকারী চাহিদা মেটাতে দরিদ্র দেশগুলো যাতে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার একটা বিকল্প উপায় পেতে পারে তা নির্ধারণ করা।
- ✓ ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে দারিদ্র্য অর্ধেক কমিয়ে আনা। ধনী-দরিদ্র দেশের মধ্যকার বৈষম্য হ্রাস। বিনিয়োগ প্রবাহকে টেকসই উন্নয়নের সাথে সমন্বয় করার অঙ্গীকার।
- ✓ সকল মানুষের মর্যাদা সমুন্নত রেখে একটি মানবিক নিরপেক্ষ এবং নিরাপদ বিশ্ব সমাজ গঠন করা হবে। মানবিকতার চরম অবস্থা অনুধাবন করে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবিক উন্নয়ন সাধন করতে পারে এমন একটি বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা হবে।
- ✓ পূর্ববর্তী পরিবেশ বিপর্যয় সংক্রান্ত ঘোষণাগুলো বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হবে এবং বাস্তবায়িত পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হবে।
- ✓ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নশীল বিশ্বের খাদ্য চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- ✓ বিশুদ্ধ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ঐকমত্য হয়। ২০১৫ সালের মধ্যে প্রজাতির বিলুপ্তির হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো।

রিও+২০ সম্মেলন, ২০১২

১৯৯২ সালের পরে ২০ জুন, ২০১২ সালে পুনরায় ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয় রিও+২০ সম্মেলন।
এ সম্মেলনের মূল শ্লোগান ছিল দুটি-

১. টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সবুজ অর্থনীতি এবং
২. টেকসই উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি,

টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ রক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে একটি আলাদা স্তম্ভ হিসেবে মেনে নেয়া হবে বলে বলা হয় এ সম্মেলনে।

❑ কপ (COP) সম্মেলন, ১৯৯৫

COP (Conference of the Parties) হলো UNFCCC কর্তৃক আয়োজিত জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনের নাম। কপ-১ বা প্রথম বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৮ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল, ১৯৯৫ সালে। জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ১৯৬টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল।

COP-15 বা কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলন

পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণের জন্য ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন এ দুই সপ্তাহব্যাপী একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা COP-15 নামে পরিচিত। এ সম্মেলনে ১৯৪টি দেশ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ এবং অসংখ্য পরিবেশবাদী সংগঠন অংশগ্রহণ করে। COP-15 সম্মেলনে গৃহীত চুক্তির প্রধান প্রধান দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো –

- ✓ বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমনের হার কমিয়ে আনতে হবে।
- ✓ জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, অন্যান্য দ্বীপ রাষ্ট্র, স্বল্পোন্নত দেশসমূহ এবং আফ্রিকার দেশসমূহকে। এ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে শিল্পোন্নত দেশসমূহ যৌথভাবে প্রতি বছর ১ হাজার কোটি ডলার করে সাহায্য দিয়ে যাবে ২০২০ সাল পর্যন্ত।

COP – 21

২০১৫ সালের জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন, COP-21 ফ্রান্সের প্যারিসে 30 নভেম্বর থেকে 12 ডিসেম্বর 2015 পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই গৃহীত হয় ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তি।

❑ প্যারিস চুক্তি

‘প্রকৃতি ও পরিবেশ’ রক্ষায় এ পর্যন্ত যতগুলো চুক্তি সম্মেলন ও সমঝোতা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত প্যারিস জলবায়ু চুক্তি। কেননা এর আগে কপ – ২০ পর্যন্ত শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে এতটা মতৈক্য তৈরি করতে পারেনি। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের আওতায় জলবায়ু সনদ তৈরি হয়। এই প্রটোকলে ১৮৭টি দেশ স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির প্রথম পর্যায়ের মেয়াদ শেষ হয় ২০১২ সালে। আর এরই মধ্যে ধারাবাহিকতায় প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ২ জুন, ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দিলে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি হুমকির মুখে পড়ে। কারণ, কার্বন নিঃসরণকারী দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে দ্বিতীয়।

কপ-২৮ (COP-28)

❑ COP-28

- ✓ ৩০ নভেম্বর-১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে ২৮তম আসর অনুষ্ঠিত হয়।
- ✓ ২০২৪ সালে কপ-২৯ সম্মেলন হবে আজারবাইজানে।
- ✓ ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলন কপ-৩০ এর আয়োজন করবে ব্রাজিল।
- ✓ ২০২৮ সালে কপ-৩৩ শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব করে ভারত।
- ✓ কপ-২৮ এর সভাপতি সুলতান আল-জাবের।

➢ **জীবাশ্ম জ্বালানি চুক্তি:** কপ-২৮ সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস শুরু করার বিষয়ে সম্মত হয়ে একটি চুক্তি করে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো। অংশগ্রহণকারী প্রায় ২০০ দেশ ও অঞ্চল চুক্তির বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছায়। এরপর ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ এ লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে এই প্রথম পরিষ্কার একটি প্রস্তাব নিয়ে বিশ্ব নেতারা ঐক্যবদ্ধ হয়। চুক্তিতে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সরে আসতে ‘অন্তর্বর্তীকালীন জ্বালানি’ হিসেবে গ্যাস ও কার্বন দূষণ কমানো এবং কষ্ঠসাধ্য এমন খাতে কার্বন নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ (CCS) প্রযুক্তি ব্যবহার করবে।

Ministry of Environment

কপ-২৮ (COP-28)

- **গ্লোবাল স্টকটেক:** গ্লোবাল স্টকটেক এবারের সম্মেলনের ঘোষণা হিসেবে আসা মূল দলিল। এ দলিলের মধ্য দিয়ে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি যে প্রধানত দায়ী, সেটা জাতিসংঘ মেনে নেয়। কোন দেশ কী পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে তাপমাত্রা বাড়াচ্ছে তার একটি রূপরেখা এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে উঠে আসে। এখন থেকে বিশ্বের সব দেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কী করছে, তার হালনাগাদ তথ্য জানাবে।

- **নবায়নযোগ্য জ্বালানির সক্ষমতা বৃদ্ধি:** কপ-২৮ সম্মেলনে নবায়নযোগ্য জ্বালানির সক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধি করতে সম্মত হন বিশ্বনেতারা। ২-৩ ডিসেম্বর ২০২৩ 'গ্লোবাল এক্সিলারেশন ফর ডিকার্বনাইজেশন চুক্তিতে' স্বাক্ষর করে ১১৮টি দেশ। এ চুক্তির উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাপী নবায়নযোগ্য শক্তির সক্ষমতা বর্তমানের ৩.৪ টেরাওয়াট থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ১১ টেরাওয়াটে উন্নীত করা। এ ছাড়াও ৫০টি জ্বালানি উৎপাদক কোম্পানি ডিকার্বনাইজেশন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যারা বিশ্বব্যাপী ৪০%-এর বেশি তেল ও গ্যাস উৎপাদন করে।

- **রেকর্ড তহবিল:** জলবায়ুভিত্তিক প্রকল্পগুলোয় অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে এই সম্মেলনে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি নতুন বেসরকারি বিনিয়োগ তহবিল গঠনের ঘোষণা দেয় সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE)। ১ ডিসেম্বর ২০২৩ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ঘোষিত তহবিলটির নাম দেওয়া হয় 'আলতেরা'। আলতেরা নামক এ নতুন তহবিল ২০৩০ সাল নাগাদ মোট ২৫,০০০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও সংযুক্ত আরব আমিরাত ১০০ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রীষ্মমন্ডলীয় রোগের (এনটিডি) সঙ্গে লড়াই করার জন্য ৭৭৭ মিলিয়ন ডলারের তহবিলের ভিত্তি তৈরি করছে।

মন্ট্রিল (কানাডা) প্রটোকল

এটি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮৭ সালে এবং কার্যকর হয় ১৯৮৯ সালে। এর সদস্য সংখ্যা ১৯৭ টি দেশ। এই প্রটোকলটি বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরে অবস্থিত ওজোনস্তর রক্ষা বিষয়ক। ১৯৯৬ সালের মধ্যে সিএফসি হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট বাংলাদেশ মন্ট্রিল প্রটোকলে স্বাক্ষর করে। ১৬ সেপ্টেম্বর এ প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় বিধায় ১৬ সেপ্টেম্বর ওজোনস্তর রক্ষা দিবস। এ পর্যন্ত পাঁচবার এটি সংশোধিত হয়েছে। ৫ম সংশোধনী আনা হয় ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর রুয়ান্ডার কিগালিতে।

কিয়োটো (জাপান) প্রটোকল

❑ কিয়োটো প্রটোকলের মূলনীতি (Main Principles of Kyoto protocol)

জাতিসংঘের Framework Convention of Climate Change UNFCCC এর অধীন কিয়োটো প্রটোকলের মূলনীতি ৬ টি। যথা:

✓ কিয়োটো প্রটোকল সরকার কর্তৃক লিখিত এবং জাতিসংঘের অধীন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হবে ।

✓ স্বাক্ষরকৃত রাষ্ট্রসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। যথা:

ক. শিল্পোন্নত দেশসমূহ যাদের গ্যাস নির্গমন হ্রাস বাধ্যতামূলক; এবং

খ. শিল্পে অনগ্রসর দেশসমূহ যাদের গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন বাধ্যতামূলক নয়।

✓ যে সকল শিল্পোন্নত দেশ যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিয়োটো প্রটোকল কর্তৃক নির্ধারিত গ্যাস নির্গমন হ্রাসের মাত্রা অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয় তাহলে শাস্তি হিসেবে পরবর্তী টার্গেটে তাকে ৩০ % গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে হবে।

✓ সকল শিল্পোন্নত দেশসমূহকে ২০১২ সালের মধ্যে গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা সংশ্লিষ্ট দেশের ১৯৯০ সালের মধ্যে নির্গমনের মাত্রার চেয়ে ৫ শতাংশ কমাতে হবে।

✓ কিয়োটো প্রটোকলে Flexible Mechanism অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মাধমে শিল্পোন্নত দেশ গ্যাস নির্গমন কমাতে না পারলে তার পরিবর্তে নির্ধারিত আর্থিক ক্ষতিপূরণ অন্যান্য অনগ্রসর দেশগুলোকে প্রদান করবে।

✓ কিয়োটো প্রটোকলের মাধ্যমে জার্মানির বনভিত্তিক Clean Development Mechanism - CDM Project - প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কর্তৃপক্ষ আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাত্রা নির্ধারণ করবে এবং CDM Project - এর আওতায় যথাযোগ্য অনগ্রসর রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণের অর্থ সহায়তা প্রদান করবে।

কিয়োটো (জাপান) প্রটোকল

❑ কিয়োটো প্রটোকলের উদ্দেশ্যে (Objectives of Kyoto)

কিয়োটো প্রটোকলের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা সহনশীল রাখা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ৫% হারে বেড়ে চলেছে। তা পৃথিবীকে এক সময় ধ্বংস করে দিতে পারে। Inter-governmental Panel on Climate change (IPCC) নামক সংস্থার প্রতিবেদন মোতাবেক ২১০০ সাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে তা ৫-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। কিন্তু কিয়োটো প্রটোকলের বিধান মেনে চললে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা গড়ে ০.০২ ডিগ্রী থেকে ০.২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

কার্টাগেনা প্রটোকল

কার্টাগেনা প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় ১৬ মে, ২০০০ সালে এবং কার্যকর হয় ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৩ সালে। প্রটোকলটি কানাডার মন্ট্রিলে স্বাক্ষরিত হয়। এর মোট সদস্য সংখ্যা ১৭০টি, এটি মূলত জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি। এখন পর্যন্ত ১৭৩টি দেশ এ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ কার্টাগেনা প্রোটোকল অনুসমর্থন করে ২০০৪ সালে। এ প্রটোকলের ১৭ অনুচ্ছেদে Carbon Trading এর নিয়মনীতি উল্লেখ রয়েছে।

2 টা topic

1) Organi

2) Climate

পরিবেশবাদী সংগঠন

❑ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

জাতিসংঘের এই পরিবেশবাদী সংস্থাটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা যা ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা (UNEP) ও জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা (WMO) এর সম্মিলিত রূপে IPCC গঠিত হয়। এর লক্ষ্য হলো সরকারগুলোকে সর্বস্তরের বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করা যাতে তারা জলবায়ুর নীতিগুলোর উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারে। IPCC এর রিপোর্ট আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনায় একটি প্রধান ইনপুট হিসেবে কাজ করে। এর নির্দিষ্ট কোনো সদর দপ্তর নেই। IPCC শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে ২০০৭ সালে।

❑ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)

জাতিসংঘের পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৩-১৪ জুন, ১৯৯২, রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল; কার্যকর- ২১ মার্চ, ১৯৯৪; সদর দপ্তর বন, জার্মানি; বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে- ৯ জুন, ১৯৯২ এবং অনুমোদন করে- ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৪।

পরিবেশবাদী সংগঠন

❑ UNEP (United Nations Environment Programme)

জাতিসংঘের পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি যা প্রতিষ্ঠা হয়— ৫ জুন, ১৯৭২; সদর দপ্তর- নাইরোবি, কেনিয়া। ২০০৪ সাল থেকে সংস্থাটি পরিবেশ নিয়ে ইতিবাচক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মাননা ‘চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ’ পদক প্রদান আরম্ভ করে।

❑ IUCN (International Union for the Conservation of the Nature)

আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচি যা প্রতিষ্ঠা হয়- ৫ অক্টোবর, ১৯৪৮; এর সদর দপ্তর- গ্লান্ড, সুইজারল্যান্ড।

চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ

- জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ’ জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) ২০০৪ সালে পদকটি প্রবর্তন করে।
- ‘চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ’ পদকটি চারটি ক্যাটাগরিতে প্রদান করা হয়। যথা: পলিসি, বিজ্ঞান, ব্যবসা ও সুশীল সমাজ।
- ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সালে পলিসি লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই পদকে ভূষিত হন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার তার সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- ‘চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ’ পদককে পরিবেশ বিষয়ের নোবেল বিবেচনা করা হয়।

কার্বন বাণিজ্য (Carbon Trade)

বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন বাস্তবতা হচ্ছে কার্বন বাণিজ্য। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড কম নিঃসরণের জন্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি ক্রেডিট বিনিময়ের নাম কার্বন বাণিজ্য। কিয়েটো প্রটোকলে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের একটি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। একটি রাষ্ট্র তাদের কোটার চেয়ে বেশি কার্বন নির্গমনের অধিকার কিনতে হবে কম কার্বন নির্গমনকারী রাষ্ট্রের কাছ থেকে।

‘কার্বন ট্রেডিং’- মুক্তি নয়, বরং ফাঁদ

কিয়োটো প্রটোকলে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের একটি নির্দিষ্ট সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু ধনী দেশগুলো নিজেদের সুবিধার জন্য Carbon Trading নামে নতুন একটি ধারণার জন্ম দেয়। যাতে শিল্পের অগ্রগতি রোধ না হয়, আবার গ্রিনহাউজ জাতীয় গ্যাসগুলো কম নির্গত হয়।

যেহেতু কার্বন নিঃসরণ একটি সীমার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তাই যে দেশ সীমার চেয়ে কম নিঃসরণ করবে, সেই অনুপাতে তার নামে কার্বন ক্রেডিট জমা পড়বে। আর যারা সীমার চেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করবে, তারা সে ক্রেডিট কিনে নেবে। এ চুক্তির ফলে উন্নত দেশগুলো অর্থের বিনিময়ে তাদের কার্বন নিঃসরণের বৈধতা পাচ্ছে। এতে কার্বন নিঃসরণ কোনোভাবেই কমছে না বরং কার্বন ক্রেডিট কিনে উন্নত দেশসমূহ দায়মুক্তি পাচ্ছে এবং অবাধে কার্বন নিঃসরণ করে যাচ্ছে।

কার্বন কর (Carbon Tax)

কার্বন কর বা কার্বন ট্যাক্স হলো পণ্য বা সেবা উৎপাদনের ফলে নির্গত কার্বনের উপর ধার্যকৃত কর বা ট্যাক্স। কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের জন্য তথা পরিবেশ দূষিত করার জন্য জ্বালানি ব্যবহারকারীকে যে ট্যাক্স দিতে হয় সাধারণত তাকেই কার্বন ট্যাক্স হিসাবে গণ্য করা হয়। ৯০ এর দশকে ফিনল্যান্ড সর্বপ্রথম কার্বন কর চালু করে। এরপর ২০১২ সালে অস্ট্রেলিয়া কার্বন কর চালু করে।

☐ কার্বন কর চালু করার উদ্দেশ্য

- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা।
- স্বল্প ব্যয়ে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানো।
- জনগণকে কার্বন সম্পন্ন জ্বালানি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা।
- গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে কর থেকে সাহায্য প্রদান করা।
- বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসকরণ।
- গ্রিনহাউস ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের রক্ষা করা।
- এই কর আরোপ করা হলে দেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়।

কার্বন কর (Carbon Tax)

❑ কার্বন করের নেতিবাচক প্রভাব

- কার্বন কর আরোপ করা হলে জ্বালানি ব্যবহারকারী কোম্পানি গুলো বন্ধ হয়ে যাবে।
- মানুষের বেকারত্ব বেড়ে যেতে পারে।
- মানুষের ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমে যাবে এবং গাড়ি শিল্প ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।
- অনেক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাবে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ‘খাদ্য জাতীয়তাবাদ’ (Food Nationalism) বলতে কী বোঝায়? কেন এর উদ্ভব হয়? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- বহুপাক্ষিকতা (Multilateralism) মানে কী? বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কি এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- “নব্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা” ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিকতাবাদ ধারণাটি বিবৃত করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- চরম আবহাওয়ার ভয়াবহতাগুলো কী কী? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- জলবায়ু শরণার্থী (Climate refugee) বলতে কী বুঝায়? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- কপ (COP -22) এর মূল সিদ্ধান্ত গুলি কী কী? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মূল চালিকা শক্তি (Driving forces of Globalization) গুলো কী? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- কিয়োটো চুক্তি কী? এ চুক্তিটি কী উদ্দেশ্যে কোথায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল? [৩৪তম বিসিএস লিখিত]

Ch-1

Ch-2

State - Actor

Non State Actor

Different type of State

Federal

USA, India

Confederat

EU, Swiss Confe

Dominion

Australia, Canada, RSA, Newzealand,

Condominium

exist আছে না

2/3

1

1968-1990

Sudan

Egypt

GB

Ch-3

power, security

Balance of power

প্রচলিত

External

অপ্রচলিত

Internal

অস্ত্র

Armament/Disa.

Tabular

Prelim

NMD

THAAD

S-400

S-500

2 মার্ক

CWC

Ch-4

4

Food nationalism

1 পৃষ্ঠা

Answer ২৮ লাইনে (প্রায়)

half page

04

~~Ch 5~~

~~Ch 6~~

Stagflation

high inflation → employment

unemployment

8%

4

Inflation

মুদ্রাস্ফীতি

Stagnation

[illegible]

8×4=32

8/10

2-wk

2/3

4

1-4

Inn

Math

Best of Luck!!

spam

Pdf +

Quotation

Permanent Mission to UN

modify

email ID

PR to UN

UNEP

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

100 - 100 = 0

= 0

1) full name

2) Date + HQ

3) Motto/Target

4) Achievement

5) Example

1) Technology

2) Manpower

3) Ability

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্দাম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy